তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮১০

**পাটের ব্যাগের ব্যাপক প্রচলন বিষয়ে পরিবেশ**

**উপদেষ্টা ও পাট উপদেষ্টার বৈঠক: ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের সিদ্ধান্ত**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি):

 পরিবেশবান্ধব পাটজাত পণ্য বিশেষ করে পাটের ব্যাগের ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের সাথে বাণিজ্য এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের বৈঠক আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে ঢাকায় পরিবেশ উপদেষ্টার অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

 বৈঠকে পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যাগের ব্যাপক প্রচলন ও ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং এর বিকাশে নীতিগত সহায়তার বিষয়ে আলোচনা হয়। এসময় পাটের ব্যাগের ব্যাপক প্রচলনে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বিজেএমএসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ ওয়ার্কিং গ্রুপ দেশে বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে কোন কোন পণ্য ও দ্রব্যে পর্যায়ক্রমে পাটের ব্যাগের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা যায় সে বিষয়ে সরকারের নিকট মতামত উপস্থাপন করবে।

 এ সময় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, পলিথিন ও একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যাগের পরিবর্তে পাটের ব্যাগ ব্যবহার পরিবেশ সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার এ বিষয়ে নীতিগত সহায়তা অব্যাহত রাখবে। তিনি আরো বলেন, পাটের ব্যাগের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা প্লাস্টিক দূষণ কমিয়ে একটি টেকসই ভবিষ্যৎ গড়তে পারি।

 বস্ত্র ও পাট উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব পাটজাত পণ্য বিশেষ করে পাটের ব্যাগের ব্যাপক প্রচলনে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পাট মন্ত্রণালয়। এ কাজে সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা কামনা করেন।

 বৈঠকে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আব্দুর রউফ, পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব রুবিনা ফেরদৌসী-সহ বাংলাদেশ জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিজেএমএ)-এর সভাপতি আবুল হোসেনের নেতৃত্বে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

 দীপংকর/পবন/রানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৫/২০৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮০৯

**বাংলাদেশি হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে আমি গর্ববোধ করি**

 **-- পার্বত্য উপদেষ্টা**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি):

 পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা কূটনীতিক হিসেবে চাকরি করাকালীন কোনো এক বিদেশি কূটনীতিক তাঁর শারিরীক গঠন ও চেহারার আকৃতি দেখে তাকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নয়, বরং ভিন্ন দেশের নাগরিক হিসাবে আখ্যায়িত করতে চাইলে উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা তাতে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, আমি নিজেকে বাংলাদেশি হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি।

 আজ রাজধানীর ধানমন্ডি ২৭ নম্বর ভিন্টেজ কনভেনশন হলে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে মাতৃভাষার চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৫ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা এমন কথা বলেন।

 উপদেষ্টা বলেন, আমি ঐ কূটনীতিকের এমন প্রশ্নের আলোকে আরো বলেছিলাম, যদি আমাদের জীবনে ১৯৫২ ও ১৯৭১ না আসতো তাহলে আমি এখন তোমাদের কেরানি হয়ে থাকতাম। স্বাধীনতা যুদ্ধ হওয়ার কারণেই আজ আমি তোমাদের মতো কূটনীতিক হতে পেরেছি। তাই আমি ধন্য যে আমি বাংলাদেশি। তিনি আরো বলেন, সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। নিজের ভাষা ও আঞ্চলিকতাকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ রাখতে হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা।

 উপদেষ্টা আরো বলেন, আমাদের প্রধান উপদেষ্টা প্রায়ই বলেন লোক দেখানো কোনো কিছু করে নয় বরং আমাদেরকে মনেপ্রাণে ভালোবাসা, সৌন্দর্য, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দিয়ে বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে হবে। উপদেষ্টা বলেন, আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি।

 উপদেষ্টা মাতৃভাষার চলচ্চিত্র নিয়ে সুন্দর এমন উৎসবের আয়োজন করার জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরে তিনি দু’দিনব্যাপী এ চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করেন।

 উৎসবে থাকছে সর্বমোট ১৫টি চলচ্চিত্র। এর মধ্যে চাকমা, মারমা, ম্রো বম, গারো ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্র রয়েছে। এ চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে দেশে প্রথমবারের মতো নির্মিত হয়েছে ম্রো ভাষার চলচ্চিত্র ‘ক্লোবং ম্লা’ বাংলায় নামকরণ করা হয়েছে গিরিকুসুম, খেয়াং ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্র ‘খেতসু’ বা প্রেয়সী ও বম ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্র মুনখাত দুত হেন যার বাংলা নাম বন্ধন। নতুন এই তিনটি চলচ্চিত্র প্রযোজনা করেছেন ডা. মং উষা থোয়াই এবং পরিচালনা করেছেন প্রদীপ ঘোষ।

 বাংলা ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্র গুলোর মধ্যে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ সিনেমা ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের নির্মিত ‘রক্তকরবীর খোঁজে নন্দিনী’। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোস্ট মাস্টার গল্প অবলম্বনে নূর আবসার প্রযোজিত ও শাঁওলি মজুমদার পরিচালিত চলচ্চিত্র ‘ঘরে ফেরা’। মৃত্তিকা রাশেদ পরিচালিত ‘কালারস অভ্ হোপ’। উৎসবে থাকছে নজমুল মুহাম্মদ পরিচালিত নেকলেস, এস. এম. শাফিনুর আলম পরিচালিত আচিক ঐক্য, রাশেদুল ইসলাম রনি পরিচালিত নো ল্যান্ড’স টক, মোবারক হোসেন পরিচালিত পৈতৃক ভিটা, ফিদেল দ্রং পরিচালিত ছাতা, পার্থ ফোলিয়া পরিচালিত আরও কিছু দিন।

 উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. এম এম আকাশ, এ বি এম শামসুল হুদা, ডা. দিবালোক সিংহ ও ডা. মুশতাক হোসেন।

 অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বান্দরবান জেলার চিকিৎসক এবং চলচ্চিত্র প্রযোজক ডা. মং উষা থোয়াই।

 ২৪ ফেব্রুয়ারি রাত ৯টায় শেষ হবে উৎসব।

#

 রেজুয়ান/পবন/রানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৫/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮০৭

**প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট সেমিফাইনালে আটটি দল**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি):

প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৪ এর জাতীয় পর্যায়ের খেলায় সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে আটটি দল। বালিকা ৪টি, বালক ৪টি দল। বালিকা বিভাগের দলগুলো হলো ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার দোহারো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলার জোড়গাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পঞ্চগড় জেলার দেবিগঞ্জ উপজেলার টেপ্রীগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার বাঞ্ছারামপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বালক বিভাগের দলগুলো হলো খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার দেয়াড়া আন্তা বুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ সদরের ইছাঘরি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল জেলার ভুঞাপুর উপজেলার মাটিকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার কৈয়ারবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৪ এর জাতীয় পর্যায়ের খেলা গতকাল ঢাকার মিরপুর ২ নম্বরস্থ ন্যাশনাল বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে শুরু হয়েছে।

দেশের ৮ বিভাগের চ্যাম্পিয়ন ৮টি বালক ও ৮টি বালিকা দল জাতীয় পর্যায়ের খেলায় অংশ নেয়। ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি সেমিফাইনাল এবং তৃতীয় স্থান নির্ধারণী খেলা হবে। ২৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় জাতীয় স্টেডিয়ামে বালক-বালিকা দলের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

দেশের ৬৫ হাজার ৩৫৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বালক-বালিকা দল টুর্নামেন্ট অংশ নেয়। ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের খেলা শেষে জাতীয় পর্যায়ের খেলা হচ্ছে।

#

জাহাঙ্গীর/পবন/রানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৫/১৯১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮০৬

**ভূমি আইন বাস্তবায়নে অধিকার যেন ক্ষুণ্ন না হয়**

 **---ভূমি উপদেষ্টা**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি):

প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে ভূমি উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, দেশের সীমিত ভূ-সম্পদ এবং এর ওপর জনসাধারণের প্রচণ্ড চাহিদা এ দেশের ভূমি সম্পদকে করেছে আরো বেশি মূল্যবান। জগতে সব সময়ই মূল্যবান জিনিস নিয়েই যত বিরোধের সূত্রপাত। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে পরস্পরের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় হবে। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে মানুষ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে। তিনি বলেন, ভূমি আইন যারা করেছেন এবং যারা বাস্তবায়ন করবেন তাদের মনে রাখতে হবে মানুষের অধিকার যেন ক্ষুণ্ন না হয়।

আজ রাজধানীর ডেমরায় করিম জুট মিলের সভাকক্ষে ১৩৯তম সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর। এতে প্রশাসন ক্যাডার, পুলিশ ক্যাডার, জুডিশিয়ারি ক্যাডার ও বন ক্যাডারের মোট ৬১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

উপদেষ্টা বলেন, যারাই প্রশাসনের সাথে জড়িত, বিশেষ করে যারা মাটি ও মানুষ নিয়ে কাজ করেন, যারা আইন শৃঙ্খলা ও বিচার কাজে নিয়োজিত তাদের সকলেরই দেশের ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি প্রশাসন সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ কারণেই সরকার প্রতি বছর বিসিএস ক্যাডারভুক্ত (প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে) এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কর্মকর্তাগণের জন্য সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে।

উপদেষ্টা আরো বলেন, আধুনিক বিশ্বে ভূমির ব্যবহার ও ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রায় প্রতিটি বিষয় যেমন- রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, জাতীয় উন্নয়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা, কৃষি ইত্যাদি এমন ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত যে এর একটি থেকে আর একটি আলাদা করা কঠিন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ মাহমুদ হাসান। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অধিদপ্তরের পরিচালক (ভূমি রেকর্ড) মোঃ মোমিনুর রশিদ ও বিশেষ অতিথির বক্তব্য করেন পরিচালক (প্রশাসন) সৈয়দ রবিউল ইসলাম।

#

গিয়াস/পবন/রানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৫/১৮২০ ঘণ্টা

Handout Number: 2805

**Bangladesh Needs Real Climate Support, Not Just Loans
 --- Environment Advisor**

Dhaka, 23 February:

 Bangladesh, one of the worst victims of climate change, requires genuine support instead of debt burdens, said Syeda Rizwana Hasan, Advisor to the Ministry of Environment, Forests, Climate Change, and Water Resources. She emphasized the need for clear definitions of climate finance to prevent Bangladesh from being overburdened with loans.

 The Advisor made these remarks today during a meeting with a high-level Swedish delegation led by Dr. Jakob Granit, Director-General of the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), at the Bangladesh Secretariat. Nicolas Linus Ragnar Weeks, Ambassador of Sweden to Bangladesh, was also present.

 The discussions centered on enhancing bilateral cooperation in sustainable development, climate finance, renewable energy, and water resource management. Dr. Granit reaffirmed Sweden’s commitment to supporting Bangladesh’s transition to a greener economy, highlighting the importance of innovation and investment in sustainable sectors, including the ready-made garment (RMG) industry.

 We have a shared interest in accelerating Bangladesh’s sustainability agenda, Dr. Granit noted. Sweden is eager to collaborate with Bangladesh and European partners to promote job creation, trade, and climate-resilient investments. He also stressed the urgent need for climate finance and addressed challenges such as water resource depletion, pollution, and rising sea levels.

 The meeting also explored the RMG sector’s potential for sustainable growth, emphasizing shared responsibility between buyers and producers to uphold fair labor practices and environmental sustainability. Additionally, discussions included cooperation in plastic waste management, water resource mapping, and biodiversity conservation. Both sides reaffirmed their commitment to strengthening collaboration and developing innovative financing mechanisms to support Bangladesh’s development goals.

 Md. Khayrul Hasan Additional Secretary (Development); Lubna Yasmine Joint Secretary (Planning) of the Ministry; Anders Frankenberg, Head of Department Asia, MENA and Latin America (LAMENA), Sida, Sweden; Kjell Forsberg, Head of Department Trade, Private Sector and Financial Instruments, Sida, Sweden; Samer Al Fayadh, Senior Program Manager, Specialist, Energy and Infrastructure, SORA, Sida; Peter Hallbom, Deputy Head and Lead Transaction Manager, Guarantee Origination Unit, Sida; Maria Stridsman, Head of Cooperation, Embassy of Sweden in Bangladesh; Nayoka Martinez-Bäckström, First Secretary and Deputy Head of Cooperation, Embassy of Sweden in Bangladesh were also in the meeting.

 The meeting concluded on a positive note, with optimism for impactful partnerships in the years ahead. Later, a Japanese delegation led by MATSUDA Emiko, Deputy Director of the Climate Change Science and Adaptation Office at Japan’s Ministry of the Environment, met with the Environment Advisor at her office to discuss areas of collaboration.

#

Dipankar/Paban/Rana/Sanjib/Joynul/2025/1810hour

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮০৪

বাণিজ্য উপদেষ্টার সাথে নেপালের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

**দু’দেশের কানেকটিভিটির ওপর গুরুত্বারোপ**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি):

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সাথে আজ ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের অফিসকক্ষে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারি। বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির বিদ্যুৎ সরবরাহ, কানেকটিভিটি বৃদ্ধি ও নেপাল ইকনমিক সামিট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, দু’দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কানেক্টিভিটি বাড়ানো প্রয়োজন। কৌশলগত অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশ কাজ করতে আগ্রহী। দু’দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে উভয় দেশই লাভবান হবে বলে এসময় তিনি উল্লেখ করেন।

নেপালের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ককে ঐতিহাসিক ও চমৎকার উল্লেখ করে বলেন, নেপাল বাংলাদেশ থেকে কৃষিজাত পণ্য আমদানি করে থাকে। নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানির জন্য গত ৩ অক্টোবর ভারত ও নেপালের সঙ্গে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সই করে বাংলাদেশ। চুক্তির আওতায় ২০২৫ সালের জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ মাসের জন্য নেপাল থেকে ভারত হয়ে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাবে বাংলাদেশ। এসময় তিনি ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ রপ্তানির পরিমাণ বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করেন।

 বৈঠকে ঘনশ্যাম ভান্ডারি বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনকে নেপালে অনুষ্ঠিতব্য নেপাল ইকনমিক সামিটে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণপত্র হস্তান্তর করেন। বাণিজ্য সচিব (রুটিন দায়িত্ব ) মো. আব্দুর রহিম খান ও অতিরিক্ত সচিব (এফটিএ) আয়েশা আক্তার এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

কামাল/তৌহিদ/শাহিদা/রবি/আলী/আসমা/২০২৫/১৬৩০ ঘণ্টা

ততথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮০৩

**বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের অভীষ্ট তাপমাত্রা নির্ধারণ**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি দপ্তর ও গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের অভীষ্ট তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ২৫০ সেলসিয়াসে নির্ধারণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক পরিপত্রে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এতে উল্লেখ আছে, এবার রমজান, গ্রীষ্মকাল ও সেচ মৌসুম একই সময়ে শুরু হবে। সেজন্য আসন্ন মৌসুমে বিদ্যুতের চাহিদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। শীতাতপ থার্মোস্ট্যাট নির্ধারিত তাপমাত্রায় ব্যবহারের মাধ্যমে এ চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

এ পরিপত্রে সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের তাপমাত্রা ২৫০ সেলসিয়াস বা এর ওপরে নির্ধারণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত যথাযথ বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

এছাড়া, এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বিভিন্ন ব্যবসায় সংগঠনের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে অবহিতকরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে এবং বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহকে অবহিতকরণের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে অনুরোধ করা হয়েছে।

#

জাহেদা/তৌহিদ/শাহিদা/রবি/আলী/আসমা/২০২৫/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮০২

**ঢাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে ১৯টি খাল সংস্কারের মহাপরিকল্পনা**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, ঢাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে ১৯টি খাল সংস্কারের মহাপরিকল্পনা করা হবে। ধানমন্ডি ও মালিবাগসহ মহানগরীর বিভিন্ন এলাকার জলাবদ্ধতা দূর করতেই এ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

আজ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। সভায় নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসন, খাল ও জলাশয় পুনরুদ্ধার এবং অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা হয়।

উপদেষ্টা বলেন, মাসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ এগিয়ে নেওয়া হবে। দূষণ রোধে বহুতল ভবনের মালিকদের নিজ নিজ পয়বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। খাল পুনরুদ্ধার করে পাড়ে বেশি করে গাছ লাগানো হবে।

পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, জলাবদ্ধতা দূর করতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পাশাপাশি নিয়মিত খনন ও পানি প্রবাহ স্বাভাবিক রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও কঠোর মনিটরিং প্রয়োজন। সরকার খাল ও জলাশয় দখলমুক্ত রাখতে এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মোঃ নিজাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে সভায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মোঃ শাহজাহান মিয়াসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে চলমান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

#

দীপংকর/তৌহিদ/শাহিদা/রবি/আলী/আসমা/২০২৫/ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮০১

**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টার সাথে জাতিসংঘ মহাসচিবের মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ দূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি):

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ উপদেষ্টা ফারুক ই আজম, বীর প্রতীক এর সাথে জাতিসংঘ মহাসচিবের মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ দূত Julie Bishop আজ ঢাকায় সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় তাঁরা বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করেন। উপদেষ্টা বলেন, মানবিক বিবেচনায় আমরা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছি। তবে এই সংকটটির সমাধান নিহিত রয়েছে মিয়ানমারে তাদের নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবর্তনের ওপর। আমরা চাই প্রত্যাবর্তন বিষয়ে জাতিসংঘ স্পষ্ট একটি রোডম্যাপ তৈরি করুক। সভায় উপস্থিত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান রোহিঙ্গা ক্যাম্পের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন। বিশেষ দূত সার্বিক বিষয়ে অবহিত হয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এ ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

কক্সবাজারে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের দীর্ঘসময় ধরে অবস্থানের নেতিবাচক দিক বিশেষ করে ঐ এলাকায় বসবাসরত মূল জনগোষ্ঠীর ওপর এর বিরূপ প্রভাবের কথা উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, অতিসত্ত্বর যদি প্রত্যাবাসন শুরু না হয় তাহলে এটি কেবল এই এলাকারই সামগ্রিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটাবে না, বরং তা ওই অঞ্চলের বাইরেও অস্থিরতা তৈরি করবে।

বিশেষ দূতকে উপদেষ্টা ভাসানচর প্রকল্পের কথা অবহিত করে বলেন, এখানে রোহিঙ্গাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। জাতিসংঘ যাতে ভাসানচরে মানবিক সহায়তা প্রদান করে সে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন তিনি।

মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের উপযোগী অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা এবং অচিরেই যাতে প্রত্যাবাসন কাজ শুরু করা যায় সেজন্য জাতিসংঘ সদস্যরাষ্ট্র-সহ মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের সকল অংশীজনের সাথে বিশেষ দূত যোগাযোগ ও আলোচনা অব্যাহত রেখেছে বলে উপদেষ্টাকে অবহিত করেন। এছাড়া ভাসানচর পরিদর্শন করতে বিশেষ দূত তার আগ্রহের কথা জানান ।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কেএম আব্দুল ওয়াদুদ, এবিএম শফিকুল হায়দার-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

এনায়েত/পবন/রানা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৫/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮০০

**শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে খেলাধুলা, সংগীত ও চিত্রকলা চর্চায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হবে**

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি):

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে খেলাধুলা, সংগীত ও চিত্রকলা চর্চায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হবে। শিশুদের মধ্যে অন্যের প্রতি দায় ও দায়িত্ববোধ তৈরি করতে পারলে তাদের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা সম্ভব।

উপদেষ্টা আজ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসক সম্মেলন কেন্দ্রে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে জেলা প্রশাসন এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য হলো শিশুদের সাক্ষর করে তোলা, যাতে তারা নিজের ভাষা লিখতে পারে, পড়তে পারে ও মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। তিনি আরো বলেন, গণিত ও বিজ্ঞান, এ দুইটি বিষয়ে শিশুদের দক্ষ গড়ে তুলতে হবে। একটি হলো লিটারেসি, আরেকটি হলো গাণিতিক ভাষা। তাই শিশুদের সাক্ষর ও শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে সকলের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

উপদেষ্টা আরো বলেন, প্রাথমিকে শুধু মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা পড়াশোনা করে। ফলে শুরুতেই শিক্ষায় সামাজিক বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। তাই সামাজিক বৈষম্য দূর করতে প্রাথমিক শিক্ষাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। তিনি বলেন, শ্রমিকরা বিদেশে যাচ্ছে, পরিশ্রম করছে, কিন্তু দক্ষতার অভাবে তারা কম উপার্জন করছে। তাই আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গড়ে উঠতে হবে।

জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুস সামাদের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক ইমামুল ইসলাম।

উপদেষ্টা পরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

#

জাহাঙ্গীর/তৌহিদ/শাহিদা/রবি/আলী/আসমা/২০২৫/১৬১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৭৯৯

**জেলে নিবন্ধন হালনাগাদ তালিকায় নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে**

মনপুরা (ভোলা), ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি):

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, জেলে নিবন্ধন হালনাগাদ তালিকায় একই পরিবারে পুরুষ জেলে থাকলেও নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। নারী জেলেদের দৃশ্যমান করতে তালিকায় তাদের নাম থাকার বিষয়ে নির্দেশনাও দেন তিনি।

উপদেষ্টা আজ ভোলার মনপুরা উপজেলার ঢালচরে জেলেদের সাথে জেলে নিবন্ধন হালনাগাদ সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

ফরিদা আখতার বলেন, আমরা গবেষণা করে দেখেছি আমাদের নিষেধাজ্ঞার সময় ভারতীয় জেলেরা বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে ইলিশ মাছ ধরছে অথচ আমাদের জেলেরা সে সময় বসে থাকে। আর এ নিষেধাজ্ঞা এমনভাবে করা হয় যেন ভারতীয় জেলেরা কোনোভাবেই আমাদের দেশ থেকে ইলিশ ধরতে না পারে। আর সেজন্যই নিষেধাজ্ঞা সময় আটান্ন দিন করা হয়েছে।

উপদেষ্টা বলেন, মৎস্যজীবী তালিকায় অনেক অমৎস্যজীবীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ তালিকা এমনভাবে হালনাগাদ করতে হবে যেন অন্যায়ভাবে কেউ প্রবেশ করতে না পারে। কোনো অমৎস্যজীবী এ তালিকায় প্রবেশ করতে যেন না পারে তা কঠোরভাবে দেখা হবে। সরকারি চাকুরিজীবীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনাদের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চল বলে কিছু থাকতে পারেনা। এখানকার জেলেরা দেশবাসীকে ইলিশ মাছ খাওয়াচ্ছে আর সরকারি চাকুরিজীবীরা এ অঞ্চলের মানুষদের সেবা দিবেননা তা হতে পারেনা। তিনি আরো বলেন, পানি থাকলে মাছ থাকবে। নদী, নালা, খাল, বিল খননের অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে কিন্তু খনন করার দায়িত্ব শুধু মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নয়। তিনি বলেন, বেকার সমস্যা দূর করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

 নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ঢালচরের মানুষের কষ্টের কথা বিবেচনা করে ঘাট তৈরি করায় এ অঞ্চলের মানুষ অনেক উপকৃত হবেন। তিনি আরো বলেন, সরকারের উন্নয়নের ধারণা হলো প্রত্যন্ত এলাকার উন্নয়ন। শুধু ঢাকায় বসে উন্নয়নের কথা বললে হবেনা যখন প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের মুখে হাসি ফোটানো যাবে তখনই হবে টেকসই উন্নয়ন।

পরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা এবং নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ভোলায় মনপুরার বিভিন্ন চরাঞ্চালের নিবন্ধিত জেলেদের মাঝে নিবন্ধিত কার্ড বিতরণ করেন।

মনপুরা উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিখন বনিকের সভাপতিত্বে সভায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) সুরাইয়া আখতার জাহান, মৎস্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জিয়া হায়দার চৌধুরী ও কোস্টগার্ড দক্ষিণ জোনের বিএন স্টাফ অফিসার (অপারেশন) লেফটেন্যান্ট সাব্বির আহমেদ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মামুন/তৌহিদ/শাহিদা/রবি/আলী/আসমা/২০২৫/১৬০০ ঘণ্টা